# শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজ

## ( মৌনী বাবা, উজ্জয়িনী )

## ও

# শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি আশ্রম

# "কিছু কথা"

—রবি সরকার

৩ । ১১ । ৯৪ রাত ৮·১৫

মানসিক এবং দৈহিক ভাবে সকলেই ভেঙ্গে পড়েছে - কামরায় ভীড়ের চাপে যে যেখানে পারছে সুযোগ সুবিধা মত মেঝেতে বসে দাঁড়িয়ে। গাড়ি তার নিজের গন্তব্য স্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে "প্রায় গয়ার কাছে এসে কিছু আসন পাওয়া গেল। অসুস্থ মুকুলদাকে শোয়ানোর ব্যবস্থা হল ॥

আগেই আমরা খবর পেয়েছি বাবার দেহ কোন্নগর আশ্রমে সমাধীস্থ করার জন্য তুষ্টু দা [ তুষ্টু চরণ লাহা ] এবং [ অমিয় আঢ্য ] সস্ত্রীক একটি গাড়িতে এবং বাবার দেহ বাবার গাড়িতে পিছনের গদি হাটিয়ে বরফের আসনে বসিয়ে অজুদা, সুভাষ দা, জীতেন এবং চণ্ডীদা গাড়ি চালিয়ে রওনা হয়েছে।

সময় হিসাব করে দেখা যাচ্ছে বাবার দেহ সোমবার দুপুরের আগেই কোন্নগরে পৌছানর কথা. আমাদের উৎকণ্ঠা তা হলে সূর্য্যাস্তের পূর্বেই হয়ত বা সমাধী সমাধা হবে·····হায় কপাল·····যদি সব ঠিক থাকে তা হলে আমরা মঙ্গলবার সকালের আগে কোন্নগর হাজির হতেই পারব না·····সকল প্রচেষ্টা কি বিফল হবে·····এতই আমার দুর্ভাগা যে শেষ চরণ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হব·····হতেই পারে না·····ইনি যে সচল শিব সকলের আকুতি তিনি ঠেলে যেতে পারবেন না·····আমরা শেষ পরশটুকু পাবই·····এই আশায় বুক বেঁধে মঙ্গলবার ভোরে আমরা সকলে বর্দ্ধমানে নেমে পড়ে Local Train ধরে কোন্নগর হাজির হলাম প্রায় সকাল ৮-০০ ॥

পথে দেখা হল গুরুভাই, ডাক্তার কানাই রায় সাইকেল চেপে কোন্নগর ষ্টেশনের দিকে রোগী দেখতে চলেছে ॥ সকলে মিলে তাকে দাঁড় করিয়ে ২।৪ কথায় জানলাম সোমবার দেরিতে বাবার গাড়ি পেঁছানর জন্য সমাধী বিধি সম্মত ভাবে সূর্য্যাস্তের পূর্বে সমাহিত হয়নি ॥ দেহ নাট মন্দিরে বরফের আসনে রক্ষিত আছে ॥

এই খবরের পর আমাদের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয় জয়গুরু তোমার একি অপার করুণা ও লীলা = ধন্য মোরা ধন্য তোমার শ্রীচরণে ঠাঁই পেয়ে।

ইতি মধ্যে সকলেই ঘুরে ফিরে সারারাত আলোচনা করেছি বাবার সমাধী বেদী আশ্রমের কোন জায়গায় রচিত হবে ?

এদান্তি বাবা বারে বারেই বলতেন "ওরে তোরা গঙ্গার ধারে, বেলতলার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে, বলতেন ঐখানে একটা ঘর করে দে আমি ও বড়মা থাকব" কিন্তু গঙ্গার ভাঙ্গন আশ্রমের বহু জায়গা গ্রাস করে চলেছে, দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল। মুকুলদা, প্রণবদা, তুষ্টুদা অমিয়দা, প্রমুখেরা বারে বারেই বাবাকে জানিয়েছে ॥ ঐ পাড় বাঁধান বহু অর্থ প্রয়োজন সে সুযোগ কই তবুও বাবা জনে জনে ডেকে ডেকে বলেছেন "দেখ বাবা গঙ্গাশালী আশ্রমের জমি খেয়ে ফেলছে কি করি বলত - যা একবার দেখে আয়।।

ব্যাপারটা যেন ঐ ভাবেই গঙ্গার ভাঙ্গন ঠেকান যাবে এই ক্ষুদ্র সংসারী ভক্ত শিষ্যদের দ্বারা সেখানে সকল শিষ উপস্থিত = হায় কপাল মনে হয় এটাও তাঁর শিক্ষা যে আপতকালে সকলে সহমত হয়ে কাজ কর পথ নিশ্চয় গুরু কৃপায় পেয়ে যাবি =

হলও তাই হঠাৎ এক সকালে উপস্থিত ভক্ত শিষ্যদের বল্লেন।

"গঙ্গা শালীকে বলে দিয়েছি তুই এ পাড় [ আশ্রম পশ্চিম পাড় ] দিয়ে আর বইবি না বইলে তোর পা ভেঙ্গে দেব = যা করিস অপর পাড়ে করবি।।"

সত্যিই গুরু বাক্য আমরা আর কিই বা বুঝব = বর্ত্তমানে পশ্চিম পাড়ে পলি জমতে আরম্ভ করেছে ॥

ইতিমধ্যে গুরু আশীর্বাদে মুকুলদা তাঁর নিজ উদযোগে PWD WRITERS BULDING থেকে ব্যবস্থা করেছেন নি খরচায় আশ্রমের পাড় বাঁধার কাজ শুরু হয়েছে। বড় বড় তারের থলি বানিয়ে BOLDER দিয়ে ভরে গঙ্গায় ফেলা হচ্ছে এবং সাথে সাথে মোটা

ইটের দেওয়ালের কাজ চলেছে ॥ যদিও আশ্রমের বহু জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি কিন্তু ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে সুন্দর দেওয়াল ও গেট বসেছে ॥

এই অসম্ভবকে সফল করেছে বাবার কৃপা ধন্য মুকুলদা অপর দিকে বাবা জনে জনে ডেকে দেখাচ্ছেন দেখ বাবা মুকুলের কাণ্ডটা "নিজে যেন কিছুই জানেন না"

এই ত সে

"পঙ্গুং লংঘয়তে গিরিং"

গুরুর কৃপা থাকল আর তাঁর চরণে আস্থা থাকলে কি ফল হয় সকলকে চোখে আংগুল দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কিন্তু আমাদের ঘুম কি ভেঙ্গেছে ?

৪।১১।৯৪ রাত ৮-০০

যখন এই ভাবে আশ্রম সংলগ্ন গঙ্গা মোহনা মেরামতির কাজ চলেছে পুরা দমে হঠাৎ পাড়ার ছেলেদের গঙ্গায় স্নান করতে করতে পায়ে একটা কি লাগে সকলে টানাটানি করে একটা দোমড়ান মোচড়ান লরীর চেসিস ( CHESIS ) জল থেকে টেনে আশ্রম প্রাঙ্গনে এনে ফেল্ল ॥ বাবা তখন নাটমন্দির বসা - কিজ্ঞাসা করলেন "কিরে ওঠা ?"

ছেলেদের সানন্দ জবাব "বাবা এটা এখন গঙ্গা থেকে সকলে মিলে তুলে আনলাম"

বাবা একটু চুপ থেকে বল্লেন ভালই হয়েছে এবং আঙ্গুল দেখিয়ে নাগেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণে বেলতলা এবা মন্দিরেয় মাঝামাঝি জায়গায় সোজা করে পুঁতে দিতে বল্লেন=যথাযথ নির্দেশ পালিত হল ॥ এটা মনে হয় ১৯৭২ সালের এক দুপুরের ঘটনা তখন কি কেউ উপলব্ধি করেছিল এই সামান্য লৌহ পেটিকা প্রথিতের উদ্দেশ্য =

মহাত্মারা কোন কাজই অযথা করেন না নিগুড় মর্ম্মার্থ ছাড়া আশ্রমে সবাই এসেছেন সেই ধ্বজা দেখেছেন, গল্প কথা শুনেছেন কিন্তু কেউ কি স্বপ্নেও ভেবেছিল "সচল মহাদেব নিজ হাতে তাঁর সমাধী ভূমি রচনা করে দিলেন ॥"

ঘটনা চক্রে বাবার দেহাবশেষ হুগলী আশ্রম ঘুরে কোন্নগরে পৌঁছিয়েছে = শোকাবিহ্বল ভক্ত শিষ্যরা বহু প্রতীক্ষায় সকাল থেকে আশ্রমে জমায়েত হয়েছে একবার শেষ দর্শন মানষে ॥ আশ্রম কানায় ক নায় পূর্ণ = বেলা গড়িয়ে চলেছে ॥ বাঘছাল বাবা যিনি তখন গিরি সম্প্রদায় জুনা আখড়ার সভাপতি, তথা মহামণ্ডলেশ্বর বাবা যে পদে বহু দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই

বাঘছাল বাবার হঠাৎ লক্ষ্ণৌ আগমন ঠিক বাবার দেহান্তের পূর্ব মুহূর্ত্তে—যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে ; নির্দ্দেশ মত সমাধী বেদি স্থান নিরূপনে সুভাষদা, অজুদা ব্যাকুল—কারণ জুনা আখড়ায় নির্দেশ মত সূর্য্যাস্তে পূর্বেবই সমাধী সমাধা অবশ্যই করণীয় ।।

ইতি মধ্যে শাশ্রু নয়নে বাবার এক বিশিষ্ট কন্যা কলকাতা থেকে সপরিবারে দেহাবশেষে শেষ প্রণাম জানাতে ব্যকুল—হঠাৎ বলে উঠলেন "আজই ভোরে বাবা তাঁকে [ সেই প্রিয় কন্যাকে ] স্বপ্ন দর্শন দিয়ে নাগেশ্বর মন্দিরের উত্তরে সমাধীর ব্যবস্থা করিতে আদেশ করছেনে ।।"

তিনি এই গুরু ভগিনী বাবার কৃপা ধন্য সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় – এক কথায় সকলে লেগে পড়ল যথা স্থানে বেদি রচনায় ॥ সমাধী সমাধা সূর্য্যাস্তের পূর্বেবই শেষ করতে হবে—গুরু দেহাবশেষ অযথা গলিত শবে পরিণত হবে—সে মহা অপরাধ ॥ কেউ দেখছে বাবার মুখের কিছু অংশে পচ ধরেছে—আবার কেউ রটাচ্ছে বরফ ঢাকা পিঠের কিছু অংশ বরফের চাংড়ায় গলে গিয়ে আটকে আছে ইতিমধ্যে সুযোগ সন্ধানি কিছু অত্যুৎসাহি শিষ্য বাবার মাথার চুল কাঁচি দিয়ে কেটে স্মৃতি রক্ষা কল্পে বাড়ি নিয়ে গিয়েছে—সেই সঙ্গে বাবার খাবার থালা বাসন ইঃ ।।

সবই আমরা লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে শুনলাম হায় কপাল এটা কি বাস্তব, কোন পাগলের দ্বারাও কি সম্ভব—আজও ভেবে পাই না ॥

যাই হোক ঘটনা চক্রে বাঘছাল বাবার নির্দেশিত কিছু উপাচার জোগাড় হতে হতে দিবাকর পাঠে নামলেন সে দিনের মত সমাধা রচিত হল – পর দিন মঙ্গলবার—বাবা তাঁর গুরু নির্দ্দেশ মত মঙ্গলবার. কোন বিশেষ কাজে হাত দিতেন না ।। এই সচল শিব ও সেই আদেশ সর্ব্বান্তকরনে পালন করতেন ।

বাবা বারে বারেই বলতেন তোমরা কি ছলনা জান – নিজেকে বুকে আঙ্গুলদেখিয়ে বলতেন "তোমরা একটা ছলনা করলে আমি লক্ষ ছলনা করতে পারি" হায় দয়াল তিনি দেখছেন তাঁর সন্তান ট্রেনে আকুলি বিকুলি করছে "একবার দেখা দাও প্রভু দয়াল প্রভু সে ডাকে সাড়া না দিয়ে কি থাকতে পারে ।

ইতিমধ্যে সকলের সঙ্গে রুনু মুকুল দার মেয়ে নির্মলেশ্বর দা [ চক্রবর্ত্তী ], গুরু ভগিনী বুলা দি [ ৺লোকনাথ বলের স্ত্রী ] প্রণব [ বর্ত্তমানে প্রয়াত প্রণব সরকার ], ছোট ভাই ও অপরাপর অনেকেই এই চট জলদি সমাধীর হাদ্দুক বিরোধিতা করে চলেছে—তাদের একটাই কথা

ভারতের কোনে কোনে খবর গিয়েছে বাবার সন্তানদের কাছে—এত চট জলদি না করে তাদের দর্শনের সুযোগ দাও ॥ কিন্তু কে কার কথা শোনে এ যেন গৃহির নশ্বর দেহ—পূতিগন্ধের হাত থেকে রেহাই পেতে হবে ॥

অপরদিকে লক্ষ্ণৌ যাত্রীরা মঙ্গলবার সকালে আশ্রমে পেঁাছিয়েছে ॥ কলকাতা থেকে প্রক্ষাত ডাক্তার গুণীজ্ঞানি, বাবার ভক্ত শিষ্যরাও হাজির ॥ সকলেই বাবার বরফের আসনে অধিষ্টিত যোগাশন মূর্ত্তি স্পর্শ করছেন সকলেই হতবাক বাবার শরীর পূর্ববৎ কোমল এবং সাধারণ শরীরের মতই নাড়লে নড়াচড়া করছে—যেন যোগীবর ধ্যানস্ত ॥

প্রক্ষাত ডাক্তার বাবুরা হতবাক দেহান্তের চারদিন পরেও শরীরের নাড়ীর গতি যদিও স্তব্ধ কিন্তু শরীর এত কোমল এবং স্বাভাবিক থাকা কি করে সম্ভব যার কোন ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না—সবার মুখে একই কথা "যোগী সম্রাটের যোগমুক্ত শরীর বিজ্ঞানের অতীত"—বাবা বারে বারেই বলতেন এদেহ বহু প্রাচীন হয়েছে বাবা—এবার ছেড়ে দে'

—কায়া কল্পের কথা বল্লেই শিশুর মত বলে উঠতেন "না বাবা আর না, বহু কষ্টে, তিনটে আঙ্গুল তুলে বলতেন—আর অনুরোধ করিসনি তোরা—

তার এই তিনটা আঙ্গুল কি এই সচল শিব বোঝাতে চাইতেন যে তিনি কায়াকল্প মোট তিনবার করেছিলেন—গোপন সাধু চিরদিন গোপন রেখে গেলেন নিজেকে বারে বারে শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়েছে সাধক জীবন যুবতীর স্তনের মতন গোপনে ঢেকে রাখবি ॥

পরদিন অর্থাত বুধবার সূর্য্যোদয় মুহূর্ত্ত সমাধা পর্বে এখনই ঢুকতে মন চাইছে না তবে সমাধীর পূর্ব্বে অনুষ্ঠান ছিল চতুর্দোলায় বাবাকে বসিয়ে সাতবার নাগেশ্বর মন্দির প্রদক্ষীণ করান—হায় প্রভু তোমার কি লীলা, ঘটনা চক্রে [ পরে আলোচনা করব ] ঠিক সমাধা বেদীতে প্রবেশের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৭ম প্রদক্ষীণ শেষ তোমার ডান পা টা চতুদোলা থেকে নামিয়ে দিয়েছিলে এই অধমেরই অঙ্গে আবার সেই শ্রীচরণ যথাস্হানে তুলে ধরে তোমার যোগাশন রচনা করবার সুযোগ করে দিয়ে এই অধমেরে জন্ম জন্মান্তর অমৃতে ভরে দিয়ে গেছ—ধন্য এজন্ম—

জয় গুরু—

রাত ১০-১৫ ৪।১১।৯৫

রাত ৮-০০ ১৪ ১১।৯৭

হুগলী আশ্রমে মুক্তিনাথ প্রতিষ্ঠার, অর্থাৎ ১৯৪৭ পূর্ব্বের দিনগুলো এবং ঘটনা চক্রে

হুগলীতে বাবার প্রথম চরণ ধূলি পড়ার দিনগুলো যা এখনও সেজমা = তথা বাবার সেই ধন্যা কন্যা এবং তাঁরই আদরের ডাকা ''ল্যাটু মহারাজ" অর্থাৎ বিশ্বনাথ তল্লিক, [ প্রিয়াত সালে ] বাবার কৃপা ধন্য "মিতা" এবং আমাদের গুরুভাই বিশুদা সেজবাবুর, ধর্ম পত্নী শ্রীমত্যা বিশুদার ভাই বৌ "নমা", শ্রীমতী ..... এবং ৺ ... মল্লিক / নবাবুর সহকর্মী, ঝুপিদি, শ্রীমতী প্রভা বসু প্রমুখ আশ্রমে সেই সঙ্গে কিছু কিছু ঘটনার আলাপন আমাদের গুরু ভাই গৌরমোহন ব্যানার্জী, জ্যেষ্ঠ পুত্র [ প্রয়াত ] ৺সুশিল ব্যানার্জী কথোপকথন থেকে জানা যায় ॥ অতএব পুংখানুপুংখ্য বিবরণ এবং দিনক্ষণ এই পরিস্থিতিতে পাওয়া দুরুহ ।

যাইহোক = বিশুদার ব্যবসা খুবই রমরম করছে, ২য় বিশ্ব যুদ্ধের আগের দিন ॥ কলিকাতা ষ্ট্যান্ড রোডে বিরাট জাহাজি মালের দোকান এবং বড় বাজারে কাপড়ের ব্যবসা ।। অবসর সময় ইতিউতি এবং গঙ্গার ধার বেড়ান । প্রতি বছরের মত গঙ্গাসাগর মেলায় যোগ দিতে সাধু মহাত্মারা জড় হচ্ছেন হাওড়া সেতুর পুর্ব্ব পাড়ে মল্লিক ঘাট তথা "ফুলের নিত্য হাটে ।"

বিগত দিনের মত সেই বছর ঘটনা চক্রে এক মৌনী মাহাত্মার টোলা ফেলেছেন শিষ্য সমবিহারে ॥ ভক্তিবান গৃহিজন ভিড় করে ঘিরে আছে ॥ বিশুদাও ভিড় ঠেলে দর্শণ প্রার্থী ॥ বলিষ্ঠ দেহি এক যোগীবর ধ্যানস্ত বসে আছেন ॥ পরে জানলেন এনারা নাগা সম্প্রদায় ॥ যে কদিন টোলা ছিল বিশুদা ছিলেন নিত্যযাত্রী ॥ গঙ্গাসাগর উপলক্ষে টোলা উঠল ॥ বিশুদার শূন্যতা ॥ ইতিমধ্যে খবর পেলেন শিয়ালদহ রেল কোয়ার্টারে শ্রীযুক্ত ..... [ বর্ত্তমানে প্রয়াত ] মহাশয়ের গৃহে গঙ্গাসাগর মেলা থেকে ফিরে এক বিশিষ্ট মাহাত্ম কয়েকদিন অবস্থান করছেন ॥ লাগাও ছুট ॥ গৃহকর্ত্তার সঙ্গে পরিচয় এবং সময় সুযোগ মত মাহাত্মা দর্শণ ॥ বিশুদা হতবাক আরে এইতো সেই মৌনী মাহাত্মা, যাঁকে কিছুদিন আগে মল্লিকঘাট সাধু জমায়েতে দর্শণ করেছেন ॥ এটাই বোধহয় ভাগ্যলিপি ॥ যাতায়াত আরম্ভ হল, হল বহুজন পরিচিতি ॥ ইতিমধ্যে হুগলী মহেশতলা নিবাসী এবং রেলওয়ে চাকুরিরত শ্রীবিজয় গোপাল মুখার্জী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা ঐ ভক্ত সমাবেশে ॥ [ ক্রমশঃ ]

---

'শিশির যখন পড়ে তখন কি দেখা যায় বাবা, গুরুর কৃপাও সেইরকম'

—শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজ